দৈনিক খবর

৪২

তারিখ ... 0.1.Ar.. 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

৪০

ঢাকা ভার্সিটির নতুন উপাচার্য অস্থায়ী ভারপ্রাপ্ত না পুরোপুরি?

।। খবর রিপোর্ট ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অস্থায়ী, ভারপ্রাপ্ত নাকি পুরোপুরি উপাচার্য? এই পদে আসীন অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বলেছেন, তিনি অস্থায়ী বা ভারপ্রাপ্ত নন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তবে নিয়োগাদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থাটা সাময়িক।

এ নিয়োগাদেশ প্রশ্নে আজ রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তলবী সভা আহবানকারী শিক্ষকরা বলেছেন, তাঁর নিয়োগাদেশের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ লংঘিত হয়েছে। আর প্রায় সকল ছাত্র সংগঠনের বক্তব্য হলো তিনি অস্থায়ী ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান মেয়াদ শেষ হবার তিন মাস আগে পদত্যাগ করলে গত ২৪শে মার্চ চ্যান্সেলরের আদেশ বলে অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শিক্ষা সচিব ও চ্যান্সেলরের সচিবের স্বাক্ষরযুক্ত চ্যান্সেলরের আদেশে বলা হয়, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর ১১ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞাকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেছেন।'

এ নিয়োগাদেশ প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ

৫-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা ভার্সিটির নতুন উপাচার্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

'৭৩-এর ১১ (২) ধারামতে কোন পূর্ণকালীন উপাচার্য নিয়োগের কথা নেই। এই পদে সৃষ্ট সাময়িক শূন্যতার প্রেক্ষিতে উপাচার্যের কাজ চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তাই অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞাকে 'উপাচার্য' নিয়োগ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এর ১১ নম্বর ধারা লংঘিত হয়েছে। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় নেতৃত্বের অনীহার কারণে এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে শিক্ষকদের ৫৪ জন এক যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে সমিতির এক তলবী সভা আহবান করেছেন। আজ রোববার সকাল সাড়ে দশটায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে তারা তলবী সভা ডেকেছেন। এ সভায় শিক্ষকরা বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তাদের করণীয় নির্ধারণ করবেন।

উপাচার্যের বক্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার সাথে গতরাতে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আমার মনে হয়, বিষয়টা নিয়ে যেভাবে হৈ চৈ করা হচ্ছে, তাতে শিক্ষক সমাজের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হচ্ছে। যখন ছাত্র-অভিভাবক সকলের দাবী বিশ্ববিদ্যালয় খোলা, তখন যে ধরনের প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তা অবান্তর।

তিনি তার নিয়োগাদেশ নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে বলেন, যে নিয়োগপত্র আমাকে দেয়া হয়েছে তা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এর ১১ (২) ধারা মতে। এ ধারাটাই সাময়িক একটা ব্যবস্থা। এ ধারামতে কোন নিয়োগাদেশ দিলেই তা সাময়িক হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ এ ধারার শব্দচয়নের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে চ্যান্সেলর যে ব্যবস্থাকে ভালো মনে করেন তা তিনি করতে পারেন। এ ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারে না। তৃতীয়তঃ আমার নিয়োগপত্রে লেখা আছে 'পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত'। অর্থাৎ বিষয়টাই সাময়িক, এতে আর সাময়িক বলতে হয় না।

তিনি বলেন, যারা এ সম্পর্কে কথা বলছে, তারা বুঝে অথবা না বুঝে অথবা আমার ভাবমূর্তি নষ্টের জন্য এটা করছে।

তিনি সাময়িক হওয়া সত্ত্বেও কেন ভারপ্রাপ্ত বা অস্থায়ী কথাটা, ব্যবহার করছেন না, এ প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, আমার নিয়োগপত্রে অস্থায়ী বা ভারপ্রাপ্ত বলা হয়নি। নিয়মিত উপাচার্যের পদত্যাগের ফলে আমাকে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে। অস্থায়ী বা ভারপ্রাপ্ত তো নিয়োগাদেশ অনুযায়ী আমি নই। তবে ব্যাপারটা সাময়িক।

ছাত্র নেতারা বলেন-

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যের নিয়োগাদেশ সম্পর্কে সৃষ্ট বিতর্ক নিয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সাথে আলাপ করে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। প্রায় সকলেই বলেছেন, বর্তমান উপাচার্য ভারপ্রাপ্ত বা অস্থায়ী।

বিষয়টির প্রতি ডাকসু'র জি এস ছাত্রনেতা মুশতাক হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই তাকে (বর্তমান উপাচার্য) ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মনে করি। যে পরিস্থিতিতে তিনি এসেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি ভারপ্রাপ্ত।'

ছাত্র ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক ও ডাকসু'র এজিএস নাসির-উদ-দুজা বলেন, 'আমি তাঁকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মনে করি। তাঁর নিয়োগাদেশ সম্পর্কে '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের প্রেক্ষিতে যৌক্তিক প্রশ্ন উঠেছে।'

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সহ-সভাপতি খায়রুল কবির খোকন বলেন, 'আমরা মনে করি তিনি ভারপ্রাপ্তও না; আবার পুরাপুরিও না। এই মুহূর্তে এ বিতর্কে যেতে চাই না। এখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশের ওপর গুরুত্ব দিতে চাই।'

ছাত্র লীগ (না-শ) সাধারণ সম্পাদক শফি আহমেদ বলেন, 'সাময়িক শূন্যতার প্রেক্ষিতে তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অস্থায়ী বা ভারপ্রাপ্ত বলা না বলায় কিছু এসে যায় না। এটা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। তিনি ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য।

এ ব্যাপারে মতামত জানার জন্য ছাত্রলীগের (হা-অ) নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। তবে তারাও বর্তমান উপাচার্যকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে মনে করেন বলে সংগঠন সূত্রে জানা গেছে।